

# সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

হাদিস নাম্বারঃ ৭০১৭ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৭৫২৫]

৮৬/ জাহ্মিয়াদের মতের খণ্ডন ও তাওহীদ প্রসঙ্গ (کتاب الرد علی الجهمية و غيرهمو التوحيد)
পরিচ্ছেদঃ ৩১৪৬. আল্লাহ্র বাণীঃ তোমরা আমাদের কথা গোপনই বল অথবা প্রকাশ্যেই বল তিনি তো অন্তর্যামী
(৬৭ঃ ১৩)। (আল্লাহ্র বাণী) যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সৃক্ষদর্শী, সম্যক অবগত (৬৭ঃ ১৪)।
وَيَتَخَافَتُونَ (দুপে দুপে পড়ে)

باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَأُسِرُّوا قَوْلَكُمْ أُو اجْهَرُوابِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} {يَتَخَافَتُونَ} يَتَسَارُّونَ

### আরবী

حَدَّتَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَلاَ تَجْهَرْ بِصلَاتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا) قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُخْتَف بِمَكَّةَ، فَكَانَ إِذَا صلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُخْتَف بِمَكَّةَ، فَكَانَ إِذَا صلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيّهِ صلى الله عليه وسلم (وَلاَ تَجْهَرْ بِصلَاتِكَ) أَىْ بِقِرَاءَتِكَ، فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ، فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ (وَلاَ تُخَهَرْ بِصلَاتِكَ) أَىْ بِقِرَاءَتِكَ، فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ، فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ (وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا) عَنْ أَصْحَابِكَ فَلاَ تُسْمِعُهُمْ (وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً)

#### বাংলা

৭০১৭। উমর ইবনু যুরারা (রহঃ) ... ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর বানীঃ সালাতে স্বর উচ্চ করবে না এবং অতিশয় ক্ষীনও করবে না ... (১৭ঃ ১১০) এ প্রসঙ্গে বলেনঃ এ নির্দেশ যখন নাযিল হল তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় গোপনে অবস্থান করতেন। অথচ তিনি যখন সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করতেন, কুরআন উচ্চস্বরে পড়তেন। মুশরিকরা এ কুরআন শুনলে কুরআন, কুরআন এর অবতীর্ণকারী এবং বাহক সবাইকে গালমন্দ করত। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে দিলেন, আপনার সালাত (নামায/নামাজ) কে এমন উচ্চস্বরে করবেন না অর্থাৎ আপনার কিরাআতকে। তাহলে মুশরিকরা শুনতে পেয়ে কুরআন সম্পর্কে গালমন্দ করবে। আর এ কুরআন আপনার সাহাবীদের কাছে এত ক্ষীন স্বরেও পড়বেন না, যাতে আপনার কিরাআত তারা শুনতে না পায়, বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করুন।



## **English**

#### Narrated Ibn `Abbas:

regarding the explanation of the Verse:-- '(O Muhammad!) Neither say your prayer aloud, nor say it in a low tone.' (17.110) This Verse was revealed while Allah's Messenger () was hiding himself at Mecca. At that time, when he led his companions in prayer, he used to raise his voice while reciting the Qur'an; and if the pagans heard him, they would abuse the Qur'an, its Revealer, and the one who brought it. So Allah said to His Prophet: "Neither say your prayer aloud. i.e., your recitation (of Qur'an) lest the pagans should hear (it) and abuse the Qur'an" nor say it in a low tone, "lest your voice should fail to reach your companions, "but follow a way between." (17.110)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন 🛘 বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)

🗕 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন